ঈদুল ফিত্‌রের রাতের ও দিনের আমলসমূহ

ঈদুল ফিত্‌রের রাত (অর্থাৎ শেষ রোযার দিবাগত রাত) ঃ

ঈদুল ফিত্‌র মুসলিম বিশ্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গুরুত্বের মুল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে তা অনেক মর্যাদা সম্পন্ন। আর মর্যাদার প্রকৃত মুল্য দিতে হলে অবশ্যই তার জন্য কিছু না কিছু করা দরকার। সে কারণেই আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলগণ, ইমামগণ ও অলী-আউলিয়াগণ এই রাতে বিষেশ কিছু আমল আঞ্জাম দিয়েছেন যা দলিল সহকারে আমাদের হাতে পৌছিয়েছে। এখানে আমরা সেইসব মহামনীষীদের নির্দেশিত আমলসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করব। আশা করি ঈমানদার ভাই ও বোনেরা এই আমলসমূহ আঞ্জাম দেয়ার মাধ্যমে আখেরাতের মুক্তি অর্জনে সফল হবেন। আমলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১- সূর্য অস্ত গেলে গোসল করতে হবে।

২- নামায পড়তে হবে, দোয়া করতে হবে, গোনাহ্‌সমূহের ক্ষমা চাইতে হবে ও তওবা করতে হবে।

৩- মগরেব, ঈশা, ফজর ও ঈদের নামাযের পরে পড়তে হবে “আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ হামদু লিল্লাহি আ’লা মা হাদানা ওয়া লাহুশ শুকরু আ’লা মা আউলানা”।

৪- মগরেবের নামায ও নাওয়াফিল পড়ার পরে আসমানের দিকে উচু করে হাত তুলে বলতে হবে, “ইয়া যাল মান্নি ওয়াত তাউলি ইয়া যাল জুদি ইয়া মুসতাফিয়া মুহাম্মাদিন ওয়া নাসিরাহু সাল্লি আ’লা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়াগফির লি কুল্লি যানবিন আহ্‌সাইতাহু ওয়া হুয়া ইনদিকা ফি কিতাবিন মুবিন”। এরপর সিজদায় যেতে হবে এবং ১০০ বার বলতে হবে, “আতুবু ইলাল লাহি”-এরপর মনে সৎ ইচ্ছাসমূহ তাঁর দরবারে পেশ করতে হবে।

৫- ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর জিয়ারত পাঠ করা।

৬- দশবার এই যিকিরটা পড়তে হবে ঃ “ইয়া দায়েমাল ফাযলি আ’লাল বারিইয়্যাতি ইয়া বাসিতাল ইয়াদাইনি বিল আ’তিইয়্যাতি ইয়া সাহিবাল মাওয়াহিবিস সানিইয়্যাতি সাল্লি আ’লা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি খাইরিল ওয়ারা সাজিইয়্যাতান ওয়াগফির লানা ইয়া যাল উ’লা ফি হাযিহিল আ’শিইয়্যাতি”।

৭- এরূপে দশ রা’কাত নামাজ আদায় করা ঃ প্রতি রা’কাতে সূরা হামদের পরে ১০ বার সূরা তৌওহীদ পাঠ করতে হবে এবং রুকু ও সুজুদের যিকিরও ১০ বার করে বলতে হবে।

৮- এরূপে দুই রা’কাত নামজ পাঠ করতে হবে ঃ প্রথম রা’কাত একবার সূরা হামদ ও একহাজার বার সূরা তৌওহীদ এবং দ্বিতীয় রা’কাতে সূরা হামদ ও একবার সূরা তৌওহীদ পড়তে হবে। সালাম পাঠ করার পর সিজদা দিতে হবে এবং ১০০ বার বলতে হবে “আতুবু ইলাল্লাহ্‌ এবং এর পর বলতে হবে “ইয়া যাল মান্নি ওয়াল জুদি ইয়া যাল মান্নি ওয়াত তাউলি ইয়া মুসতাফিয়া মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া আলিহি সাল্লি আ’লা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়াফআ’ল বি কাযা ওয়া কাযা”-এরপর নিজের মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য আবেদন পেশ করতে হবে।

৯- চার রা’কাত নামাজ পড়তে হবে এরূপে ঃ প্রতি রা’কাতে সূরা হামদ, আয়াতুল কুরসি ও তিনবার সূরা তৌওহীদ।

১০- দ্বিতীয়বারের মত গোসল করতে হবে এবং সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত নামাজের পাটিতে বসে থাকতে হবে ও যিকির পাঠ করতে হবে।

ঈদুর ফিত্‌রের দিন ঃ

১- ফজরের নামাজের পরে এই দোয়াটি পড়তে হবে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি তাওয়াজ্জাহ্‌তু ইলাইকা বিমুহাম্মাদিন আমামি"।

২- ফিত্‌রা বের করতে হবে। এটা অবশ্যই আমাদের জানা দরকার যে, রমযানের রোযা কবুলের শর্ত হচ্ছে ফিত্‌রা দান করা এবং এই দান আমাদেরকে পরবর্তী বছরের রমযান পর্যন্ত হেফাজত করে রাখবে।

৩- গোসল করতে হবে, আর অধিক উত্তম হচ্ছে নদীতে গোসল করা। আর যদি নদীতে গোসল না করা হয় তবে অবশ্যই কোন ছাদের নিচে গোসল করতে হবে অর্থাৎ গোসল করার সময় যেন মাথার উপর ছাদের ন্যায় কিছু একটা থাকে। আর গোসল কারার সময় এই দোয়াটি পড়তে হবে ঃ "আল্লাহুম্মা ঈমানান বিকা ওয়া তাসদিকান বিকিতাবিকা ওয়াতিবাআ' সুন্নাতি নাবিইয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া আলিহি"-এরপর "বিসমিল্লাহ্‌" বলে গোসল করতে হবে এবং গোসল শেষে এই দোয়াটি পড়তে হবে "আল্লাহুম্মাজ আ'লহু কাফ্‌ফারাতান লিযুনুবি ওয়া তাহহির দ্বীনি আল্লাহুম্মা আযহিব আ'ন্নিদ দানাসা"।

৪- পরিস্কার পোশাক পরে, আতর লাগিয়ে ময়দানে যেতে হবে নামাজ পড়তে। খোলা আসমানের নিচে ঈদের নামাজ পড়া উত্তম।

৫- ঈদের নামাজ শেষে ইফতার করতে হবে। খোরমা দিয়ে ইফতার করাই শ্রেয়।

৬- যেহেতু ঈদের নামাজ পড়ার সুযোগ এসেছে তাই সূর্য উদিত হওয়ার আগে বাড়ির বাইরে না যাওয়াই উত্তম। আর ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় এই দোয়াটি পড়ে বের হতে হবে "আল্লাহুম্মা মান তাহাইয়্যাআ ফি হাযাল ইয়াওমি আউ তাআ'ব্বাআ আউ আয়া'দ্দা ওয়াসতাআ'দ্দা লিউইফাদাতি ইলা মাখলুকিন রাজায়া রিফদিহি ওয়া নাওয়াফিলিহি ওয়া ফাওয়াযিলিহি ওয়া আ'তাইয়াহু ফাইন্না ইলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি তাহইয়াতি ওয়া তা'বিয়াতি ওয়া ই'দাদি ওয়াসতি'দাদি রাজাযা রিফদিকা ওয়া জাওয়াইযিকা ওয়া নাওয়াফিলিকা ওয়া ফাওয়াযিলিকা ওয়া ফাযাইলিকা ওয়া আ'তাইয়াকা ওয়া কাদ গাদাউতু ইলা ঈদিন মিন আ'ইয়াদি উম্মাতি নাবিইয়্যিকা মুহাম্মাদিন সালাওয়াতুল্লাহি আ'লাইহি ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া লাম আফিদ ইলাইকাল ইয়াউমা বিআ'মালিন সালিহিন আছিকু বিহি কাদ্দামতুহু ওয়া লা তাওয়াজ্জাহ্‌তু বিমাকলুকিন আম্মালতুহু ওয়া লাকিন আতাইতুকা খাযিআ'ন মুকির্‌রান বিযুনুবি ওয়া ইসাআতি ইলা নাফসি ফাইয়া আযিমু ইয়া আযিমু ইয়া আযিমু ইগফিরলিয়াল আযিমা মিন যুনুবি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবাল আযিমা ইল্লা আনতা ইয়া লা ইলাহা ইল্লা আনতা ইয়া আরহামার রাহিমিন"।

৭- ঈদের নামাজ পড়ার প্রক্রিয়া ঃ ঈদের নামাজ দুই রা'কাত প্রথম রা'কাতে সূরা হামদ ও সূরা আ'লা পড়ার পর পাচঁ তাকবির প্রতি তাকবিরের পরে একটি কুনুত করতে হবে। কুনুতে পড়তে হবে ঃ "আল্লাহুম্মা (আনতা) আহ্‌লাল কিবরিয়াই ওয়াল আ'যামাহ্‌ ওয়া আহ্‌লাল জুদি ওয়াল জাবারুত ওয়া আহ্‌লাল আ'ফউই ওয়ার রাহ্‌মাহ্‌ ওয়া আহ্‌লাত তাকওয়া ওয়াল মাগফিরাহ্‌ আসয়ালুকা বিহাক্কি হাযাল ইয়াউম আল্লাযি জায়া'লতাহু লিলমুসলিমিনা ঈদা ওয়া লিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া আলিহি যুখরান (ওয়া শারাফান) ওয়া মাযিদান আন

তুসাল্লিয়া আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আন তুদখিলানি ফি কুল্লি খাইরিন আদখালতা ফিহি মুহাম্মাদান ওয়া আলা মুহাম্মাদ ওয়া আন তুখরিজনি মিন কুল্লি সুউয়িন আখরাজতা মিনহু মুহাম্মাদান ওয়া আলা মুহাম্মাদ সালাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলাইহিম (আজমাইন) আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা খাইরা মা সায়ালাকা (মিনহু) ইবাদুকাস সালিহুন ওয়া আয়ু'যু বিকা (ফিহি) মিম্মাস তাআ'যু মিনহু ই'বাদুকাস সালিহুনাল (মুখলিসুন)"। এরপর ৬ষ্ঠ তাকবির বলে সিজদায় যেতে হবে সিজদা থেকে উঠে দ্বিতীয় রা'কাতে সুরা হামদ ও সূরা সামস পড়ার পর চার তাকবির দিতে হবে আর প্রতি তাকবিরের পরে একটি করে কুনুত করতে হবে পূর্বের মতই। এরপর পঞ্চম তাকবির দিয়ে রুকু ও সুজুদ করতে হবে এবং নামাজ শেষ করতে হবে। নামাজ শেষে দুটি খুতবা দিতে হবে তা অন্ত্যত পক্ষে যেন দুই লাইন পরিমানেও হয়।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর প্রকৃত বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

আয়াতুল্লাহ্ আল্ উ'যমা সিস্তানীর (মুদ্দা যিল্লাহুল আলি) দফতর,
আল-শিয়া ওয়েব সাইটের তথ্য প্রচার কেন্দ্র, বাংলা বিভাগ।